

মডেল স্কুল

আমাদের প্রত্যাশা



মডেল স্কুল

আমাদের প্রত্যাশা

আবু মোহাম্মদ মহিউদ্দিন



TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS



KOBI PROKASHANI

মডেল স্কুল : আমাদের প্রত্যাশা
আবু মোহাম্মদ মহিউদ্দিন

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৪৭৫ টাকা

Model School by Abu Mohammad Mohiuddin Published by Kobi Prokashani 85
Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka
1205 First Edition: October 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 475 Taka RS: 475 US 25 \$
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-2250-15-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার
আব্বা ও আম্মা-কে

প্রসঙ্গ-কথা

মডেল স্কুল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটি আদর্শ প্রতিচ্ছবি, যেখানে শিক্ষার গুণগত মান, শৃঙ্খলা এবং নৈতিকতা সমানভাবে গুরুত্ব পায়। আমাদের প্রত্যাশা হলো, একটি মডেল স্কুল শুধু পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করবে না, বরং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, মানবিকতা এবং নেতৃত্বগুণ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখানে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি, প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং দক্ষ শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠবে।

একটি আদর্শ মডেল স্কুলে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম যেমন—বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি আয়োজন করা উচিত। পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৎ, দায়িত্বশীল এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা জরুরি।

আমাদের আরও প্রত্যাশা হলো, মডেল স্কুলে একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ থাকবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হবে আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ, যাতে শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদকে নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বসহ সততা ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবভিত্তিক, প্রযুক্তি নির্ভর পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে।

সবশেষে বলা যায়, একটি মডেল স্কুল শুধু জ্ঞান অর্জনের স্থান নয়, বরং এটি একটি আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার কারখানা। তাই আমাদের প্রত্যাশা, মডেল স্কুলগুলো দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভূমিকা

একটি আদর্শ বিদ্যালয় শুধু ইট-কাঠের তৈরি ভবন নয়; এটি মানুষের মন গড়ার কারখানা, ভবিষ্যৎ নির্মাণের পবিত্র ক্ষেত্র। যেখানে শিশু প্রথমবারের মতো জ্ঞানের আলো দেখতে পায়, শৃঙ্খলা শেখে এবং নৈতিকতার পাঠ গ্রহণ করে—সেই স্থানই বিদ্যালয়। আদর্শ বিদ্যালয় এমন একটি পরিবেশ, যেখানে শিক্ষার্থী নিরাপদে, আনন্দের সঙ্গে এবং স্বাধীনভাবে নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পায়। সেখানে শুধু পাঠ্য বইয়ের জ্ঞান নয়, মানবিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, সততা ও দায়িত্ববোধও শেখানো হয়। আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো সুস্থ ও মনোরম পরিবেশ। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, খোলামেলা ও সবুজে ঘেরা হলে শিক্ষার্থীদের মনও সতেজ থাকে। পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত শ্রেণিকক্ষ, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, আধুনিক বিজ্ঞানাগার ও খেলার মাঠ শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি নিরাপত্তাব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অংশ।

আদর্শ বিদ্যালয়ের আরেকটি প্রধান স্তম্ভ হলো যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। শিক্ষক কেবল পাঠদানকারী নন, তিনি শিক্ষার্থীদের পথপ্রদর্শক ও অনুপ্রেরণার উৎস। দক্ষ শিক্ষক সহজ ভাষায় কঠিন বিষয় বোঝাতে পারেন, শিক্ষার্থীদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন এবং তাদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করেন। আদর্শ বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হয় বন্ধুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। এখানে ভয় দেখিয়ে নয়, ভালোবাসা ও যুক্তির মাধ্যমে শিখন-কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানও আদর্শ বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিক। মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণক্ষমতা ও ব্যবহারিক দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। নিয়মিত সহশিক্ষা কার্যক্রম, যেমন : বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, স্কাউটিং—শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বগুণ ও দলগত চেতনা গড়ে তোলে। তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শিক্ষাকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তোলে।

শৃঙ্খলা আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রাণ। সময়ানুবর্তিতা, নিয়ম মেনে চলা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ—এসব গুণ এখানে চর্চা করা হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে, যাতে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানসিক বিকাশ ঘর ও বিদ্যালয়—উভয় জায়গাতেই সঠিকভাবে ঘটে। কোনো ধরনের বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্বের স্থান আদর্শ বিদ্যালয়ে থাকে না; ধনী-গরিব, ছেলে-

মেয়ে—সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। একটি আদর্শ বিদ্যালয় জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম। এখান থেকেই শিক্ষার্থীরা স্বপ্ন দেখতে, যুক্তিবাদী মানুষ হতে শেখে এবং মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার প্রেরণা পায়। তাই বলা যায়, আদর্শ বিদ্যালয় হলো আলোকিত মানুষ তৈরির সূতিকাগার, যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির মূল ভিত্তি রচনা করে।

সততা, নিষ্ঠা ও নৈতিকতা মানুষের চরিত্রের দুইটি মহৎ গুণ। সততা হলো সত্য কথা বলা, প্রতারণা না করা এবং ন্যায়ের পথে চলা। একজন সৎ মানুষ সমাজে সম্মানিত হয় এবং সবার আস্থা অর্জন করে। অন্যদিকে, নিষ্ঠা মানে হলো কাজের প্রতি আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ ও একাগ্রতা। যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে, সে জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে। সততা মানুষকে নৈতিকভাবে শক্তিশালী করে, আর নিষ্ঠা তাকে লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করে। পরিবার, বিদ্যালয় ও কর্মক্ষেত্রে এই গুণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। তাই আমাদের সবার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা নিষ্ঠা ও নৈতিক শিক্ষা অনুসরণ করা। দেশপ্রেম হলো নিজের দেশকে ভালোবাসা এবং দেশের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা লালন করা। একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক দেশের আইন মেনে চলে, দেশের সম্পদ রক্ষা করে এবং উন্নয়নে অবদান রাখে। দেশপ্রেম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং জাতিকে শক্তিশালী করে তোলে। তাই আমাদের সবার উচিত দেশকে ভালোবেসে সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা। আমরা সকলে মিলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে প্রিয় বাংলাদেশকে গড়ে তুলব—এই লক্ষ্যে এই বইটি লেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ও একটি মডেল বিদ্যালয়	১৫
মানসম্মত শিক্ষার গুরুত্ব	১৬
মানসম্মত, সুশৃঙ্খল ও মানবিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা	১৭
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অগ্রযাত্রার পথ	১৯
প্রশাসনিক কর্মজীবনে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার ভূমিকা	২০
সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা	২১
দুর্গম গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া	২৩
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অবদান	২৫
উচ্চশিক্ষা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিস্তার	২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় মডেল স্কুল	২৯
শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	৩০
নিয়ম-শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি ও উদ্যোগ	৩২
স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি	৩৪
নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও এর প্রয়োগ	৩৫
দলগত কাজ উদ্বুদ্ধকরণ	৩৭
দিবস উদযাপন	৩৮
বির্তক প্রতিযোগিতা	৩৯
দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ	৪০
উৎসাহমূলক সেশন	৪১
পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি	৪৩
বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রয়োগ ও শিক্ষা দেওয়া	৪৪
পুরস্কার ও অনুপ্রেরণা	৪৫
শিক্ষার্থী মূল্যায়নের স্বচ্ছতা	৪৬
শিক্ষক-অভিভাবক নিয়মিত মতবিনিময়	৪৭
শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কোয়ালিটি শিক্ষা প্রয়োগ	৪৯

শিক্ষক মূল্যায়নে ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ	৫০
কিডস জোন ও আনন্দকর পরিবেশ সৃষ্টি	৫২
সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা	৫৩
অটোমেশন কার্যক্রম ও প্রশাসনিক কার্যক্রম	৫৫

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি	৫৭
শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা	৫৭
সমস্যা চিহ্নিত করা	৫৯
শিক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ	৬১
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	৬২
পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণ	৬৪
স্বচ্ছাসেবী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৬৫
সামাজিক ন্যায় ও আইন মেনে চলা	৬৭
প্রভাবশালী ও সচেতন নেতৃত্ব প্রদান	৬৯
সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণ	৭১
সামাজিক সংযোগ ও অংশগ্রহণ	৭২
সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন কাজে লাগানো	৭৪

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের সফলতা	৭৬
স্কুলে কঠোর শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা	৭৮
নৈতিক ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা	৭৯
দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক	৮১
আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ও প্রযুক্তি	৮২
নেতৃত্ব ও চরিত্র গঠনমূলক কার্যক্রম	৮৪

পঞ্চম অধ্যায়

প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিস্তার	৮৬
উচ্চশিক্ষা গবেষণা, উদ্ভাবন ও গভীর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ	৮৮
প্রযুক্তিগত জ্ঞান বাস্তব সমস্যার কার্যকর সমাধান	৮৯
দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন	৯১
তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষার সুযোগ	৯২
শিল্প ও শিক্ষার সংযোগ কর্মমুখী দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা	৯৪
প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা	৯৬

অনলাইন শিক্ষা ও ই-লার্নিং : দূরবর্তী শিক্ষার্থীদের সুযোগ	৯৮
জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গঠনে উচ্চশিক্ষা	১০০
নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে প্রযুক্তির সমন্বয়ে টেকসই উন্নয়ন	১০১

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা : করণীয়	১০৪
নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১০৫
শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা	১১০
মানবিক মূল্যবোধ	১১২
আদর্শ নাগরিক	১১৩
সামাজিক শৃঙ্খলা	১১৪
নৈতিক আচরণ উদ্বুদ্ধকরণ	১১৫
নেতৃত্বের বিকাশ	১১৭
সহনশীলতা	১১৮
নৈতিক শিক্ষা ও দেশপ্রেম	১১৯
শিক্ষার্থীদের স্কুলব্যবস্থাপনা শিক্ষা	১২০
পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ	১২১
মা-বাবার সাথে ব্যবহার	১২২
দেশপ্রেম শিক্ষা উদ্বুদ্ধকরণ	১২২

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষা কার্যক্রমে মা ও বাবার ভূমিকা	১২৪
শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা ও পরিবারের ভূমিকা	১২৫
শিক্ষকের ভূমিকা ও শিক্ষার্থীদের মনিটরিং প্লান : একটি রূপরেখা	১২৫
পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ও প্রেরণা সৃষ্টি	১২৭
শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা	১২৯
নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা	১৩০
শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ গঠনে অভিভাবকের ভূমিকা	১৩১
অভিভাবক ও শিক্ষকের আন্তরিক যোগাযোগ	১৩২
পরীক্ষায় পজেটিভ মানসিক সহায়তা ও দিকনির্দেশনা	১৩৪
প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	১৩৫
সহশিক্ষা কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান ও ব্যবহারিক প্রয়োগ	১৩৬
সন্তানের প্রতিভা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়তা	১৩৭

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଏକାଟି ଆଧୁନିକ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ	୧୩୯
ନୈତିକ ଆଚରଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗ	୧୪୦
ଦେଶପ୍ରେମେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧକରଣ	୧୪୨
ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଶାସନ ମେନେ ଚଳା	୧୪୩
ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା	୧୪୫
ଏକାଡେମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଏର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଦ୍ଵାତି	୧୪୬
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଓ ଖେଳାଧୁଲାର ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ	୧୪୮
ଉନ୍ନତ କ୍ଳାସରୂମ ନିଶ୍ଚୟତା	୧୪୯
ସହଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧକରଣ (Extra Curriculam Activity)	୧୫୧
କାରିଗରି ଶିକ୍ଷା	୧୫୨
କମ୍ପିଉଟାର ଶିକ୍ଷା	୧୫୪
ଲେଖକେର ଅନୁଭୂତି	୧୫୭
ପରିଶିଷ୍ଟ	୧୫୯

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ও একটি মডেল বিদ্যালয়

সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো শিক্ষা, আর এই শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে বিদ্যালয়। একটি জাতির সামাজিক, নৈতিক ও মানবিক উন্নয়নে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত একটি আদর্শ বা মডেল বিদ্যালয় সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলাই একটি মডেল বিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য।

বিদ্যালয় সামাজিকীকরণের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্র। পরিবার থেকে পাওয়া শিক্ষা বিদ্যালয়ে এসে বিস্তৃত ও সুসংহত রূপ লাভ করে। এখানে শিক্ষার্থীরা শেখে পারস্পরিক সহযোগিতা, শৃঙ্খলা, সহনশীলতা, নেতৃত্ব ও দলগত কাজের গুরুত্ব। একটি মডেল বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলি যেমন—সততা, ন্যায়বোধ, সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতা বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেয়, যা পরবর্তী সময়ে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক হয়।

সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণেও বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি আদর্শ বিদ্যালয় ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ প্রদান করে। এতে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের ধারণা শিক্ষার্থীদের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা ও সহানুভূতির সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

একটি মডেল বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসচেতনতা, দুর্যোগকালীন সহায়তা ও সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ সমাজ-উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এসব কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাগরিক দায়িত্ববোধ ও সমাজসেবার মানসিকতা সৃষ্টি করে।

নৈতিক ও নাগরিক শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয় দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলে। একটি মডেল বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আইন মেনে চলা, গণতান্ত্রিক

মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও দেশপ্রেমের শিক্ষা দেয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সুশাসন ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তাছাড়া বিদ্যালয় স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণেও ভূমিকা রাখে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, সাহিত্যচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুস্থ মানসিক বিকাশ ঘটে, যা সমাজকে করে প্রাণবন্ত ও গতিশীল।

একটি মডেল বিদ্যালয় শুধু শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি আদর্শ সমাজ গঠনের কারখানা। নৈতিকতা, মানবিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন নাগরিক তৈরির মাধ্যমে বিদ্যালয় সামাজিক উন্নয়নে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। তাই টেকসই ও উন্নত সমাজ গঠনে প্রতিটি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

মানসম্মত শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। তবে কেবল শিক্ষালাভই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা, যা মানুষের চিন্তা, চরিত্র, দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মানসম্মত শিক্ষা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র—এই তিন স্তরেই সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। বর্তমান বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর যুগে মানসম্মত শিক্ষার গুরুত্ব আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষা বলতে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে শিক্ষার্থীরা শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান অর্জন করে না, বরং বাস্তব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করে। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কেবল পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য প্রস্তুত করে না; বরং জীবনসংগ্রামে আত্মনির্ভরশীল ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

ব্যক্তিগত জীবনে মানসম্মত শিক্ষা মানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। মানসম্মত শিক্ষা মানুষকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভুল ধারণা থেকে মুক্ত করে। এটি ব্যক্তির মধ্যে নৈতিকতা, শৃঙ্খলা, সহনশীলতা ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে সহায়তা করে। ফলে ব্যক্তি সমাজে সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করতে পারে এবং নিজের জীবনমান উন্নত করতে সক্ষম হয়।

সমাজের উন্নয়নে মানসম্মত শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। একটি শিক্ষিত সমাজ সাধারণত শান্তিপূর্ণ, সহনশীল ও সহযোগিতামূলক হয়। মানসম্মত শিক্ষা সামাজিক বৈষম্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা ও মানবাধিকারের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়। ফলে সমাজে সহিংসতা, দুর্নীতি ও অন্যায় কার্যক্রম কমে আসে। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার সংরক্ষণ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ গঠনে মানসম্মত শিক্ষা অত্যন্ত কার্যকর।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা একটি দেশের অর্থনৈতিক ও টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি। দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া কোনো দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। মানসম্মত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে, যা বেকারত্ব হ্রাস করে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের পেছনে মানসম্মত শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্র পরিচালনায় সচেতন ভূমিকা পালন করে এবং গণতান্ত্রিক চর্চাকে শক্তিশালী করে।

বর্তমান যুগে মানসম্মত শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জীবনমুখী শিক্ষা। শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান, যোগাযোগ দক্ষতা এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা মানসম্মত শিক্ষার অপরিহার্য অংশ। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরিবর্তনশীল বিশ্বে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে এবং আজীবন শিক্ষালাভের মানসিকতা গড়ে তোলে।

তবে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষক, আধুনিক পাঠ্যক্রম, শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ এবং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ছাড়া মানসম্মত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। এজন্য সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, অভিভাবক ও সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে নৈতিক শিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সৃজনশীল কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

মানসম্মত শিক্ষা হলো ব্যক্তি ও জাতির উন্নয়নের ভিত্তি। এটি মানুষকে শুধু শিক্ষিতই করে না, বরং তাকে মানবিক, দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। একটি উন্নত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য মানসম্মত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।

মানসম্মত, সুশৃঙ্খল ও মানবিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা মানুষের জীবন গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান এবং একটি জাতির উন্নতির মূল ভিত্তি। তবে কেবল পুথিগত জ্ঞান অর্জন করাই প্রকৃত শিক্ষা নয়। বর্তমান সমাজে যে শিক্ষা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হলো মানসম্মত, সুশৃঙ্খল ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা। এই তিনটি উপাদান একে অপরের পরিপূরক। এগুলোর সমন্বয় ছাড়া একজন মানুষ পূর্ণাঙ্গ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না।

মানসম্মত শিক্ষা বলতে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে শিক্ষার্থীরা শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জনের জন্য প্রস্তুত হয় না, বরং তাদের চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং বাস্তব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে। মানসম্মত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের যুক্তিবাদী করে তোলে

এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সমাজের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানসম্মত শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম, যা একটি দেশের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

সুশৃঙ্খল শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো শিক্ষাব্যবস্থাই সফল হতে পারে না। নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সময়ানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা ও আত্মসংযম শেখে। সুশৃঙ্খল শিক্ষার পরিবেশ শিক্ষার্থীদের আচরণগত উৎকর্ষ সাধন করে এবং নেতিবাচক প্রবণতা থেকে দূরে রাখে। বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি সুশৃঙ্খল হয়, তবে শিক্ষার্থীরা সেখানে নিরাপদ ও অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ফলে শিক্ষালাভের প্রতি তাদের আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

মানবিক শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করে। সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, সততা ও ন্যায্যবোধ মানবিক শিক্ষার মূল উপাদান। আজকের সমাজে সহিংসতা, বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মানবিক শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানবিক শিক্ষা মানুষকে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায় এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এটি মানুষকে কেবল নিজের উন্নতির কথা ভাবতে নয়, বরং সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

মানসম্মত, সুশৃঙ্খল ও মানবিক শিক্ষার সমন্বয় ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নে এক অপরিহার্য শক্তি হিসেবে কাজ করে। মানসম্মত শিক্ষা দক্ষতা ও জ্ঞান প্রদান করে, সুশৃঙ্খল শিক্ষা চরিত্র গঠন করে এবং মানবিক শিক্ষা মানুষকে নৈতিক ও মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এই তিনটির অভাবে সমাজে অপরাধপ্রবণতা, দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়, যা জাতির অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই ধরনের শিক্ষা একটি টেকসই ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সহায়তা করে থাকে। শিক্ষিত ও মানবিক নাগরিকেরা আইন মেনে চলে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করে এবং গণতান্ত্রিক চর্চায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এর ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি মানসম্মত ও সুশৃঙ্খল শিক্ষা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং বেকারত্ব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে মানসম্মত, সুশৃঙ্খল ও মানবিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে কিছু বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, আধুনিক ও জীবনমুখী পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের সচেতন ভূমিকাও অপরিহার্য। মানসম্মত, সুশৃঙ্খল ও মানবিক শিক্ষা ছাড়া একটি জাতির টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই শিক্ষা